"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন সকল পরিস্থিতিতেই কল্যাণকারী সেইজন্য যে ডায়রেক্শন পাও তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ না করে সর্বদা শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - নৌধা (নবধা/প্রগাঢ়) ভক্তি এবং নৌধা পড়াশোনা দুই থেকেই যে প্রাপ্তি হয়, তাতে অন্তর কি ?

*উত্তরঃ - নৌধা ভক্তিতে কেবল সাক্ষাৎকার হয়, যেমন কৃষ্ণের ভক্ত হলে তখন তাদের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হবে, রাস ইত্যাদি করবে কিন্তু তারা কোনো বৈকুন্ঠপুরী বা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যায় না। বাচ্চারা, তোমরা নৌধা পড়াশোনা করো যার দ্বারা তোমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায়। এই পড়াশোনার মাধ্যমে তোমরা বৈকুন্ঠপুরীতে চলে যাও।

*গীতঃ- আজ নাহলে কাল মেঘ তো কাটবেই, ও রাতের পথিক, সকাল হলো বলে, চলো এবার ঘরে ফিরে...

ওম্ শান্তি । এ'কথা কে বলছেন যে ঘরে চলো? কারোর সন্তান যদি রুষ্ট হয়ে চলে যায় তখন আত্মীয় পরিজন ইত্যাদিরা তাদের পিছনে-পিছনে যায়, বলে থাকে যে কেন রুষ্ট হয়েছো? এখন ঘরে চলো। এখানেও অসীম জগতের বাবা এসে সমস্ত বাচ্চাদেরকে বলে থাকেন। ইনি হলেন বাবাও, দাদাও। শরীর সম্বন্ধীয়ও আবার আত্মিকও। তিনি বলেন হে বাচ্চারা এখন ঘরে চলো রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন দিন হতে চলেছে। এ তো হলো জ্ঞানের কথা। ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মার দিন -- এ'কথা কে বুঝিয়েছেন? বাবা বসে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের বুঝিয়ে থাকেন। অর্ধেক কল্প হলো রাত অর্থাৎ পতিত রাবণরাজ্য অথবা ভ্রষ্টাচারী রাজ্য কারণ আসুরীয় মতানুসারে চলে। এখন তোমরা শ্রীমতে রয়েছো। শ্রীমৎও হলো ইনকগনিটো(গুপ্ত)। আমরা জানি বাবা স্বয়ং আসেন। ওঁনার রূপ আলাদা। রাবণের রূপ আলাদা। তাকে ৫ বিকাররূপী রাবণ বলা হয়ে থাকে। এখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হবে তারপর ঈশ্বরীয় রাজ্য হবে। রাম রাজ্য বলা হয়ে থাকে, তাই না ! সীতার রামকে জপ করা হয় না। মালায় রাম-রাম জপ করা হয়, তাই না ! সেই পরমাত্মাকে স্মরণ করা হয়। যিনি হলেন সকলের সদগতিদাতা, ওঁনাকেই জপ করতে থাকে। রাম মানে গড। মালা যখন জপ করবে তখন কখনো কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করবে না, তাদের বুদ্ধিতে দ্বিতীয় কেউ আসবেনা। তাহলে এখন বাবা বোঝান যে রাত সম্পূর্ণ হয়েছে। এ হলো কর্মক্ষেত্র, স্টেজ, যেখানে আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে থাকি। ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করতে হবে। তারপর তাতে বর্ণও দেখানো হয় কারণ ৮৪ জন্মের হিসাবও তো চাই, তাই না ! কোন্ কোন্ জন্মে, কোন্ কুলে, কোন্ বর্ণে আসে, সেইজন্য বিরাট রূপও দেখানো হয়েছে। সর্বপ্রথমে হলো ব্রাহ্মণ। কেবল সত্যযুগীয় সূর্যবংশীয়তে ৮৪ জন্ম হতে পারে না। ব্রাহ্মণ কুলেও ৮৪ জন্ম হয় না। ৮৪ জন্ম তো বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কালে হয়ে থাকে। সত্যযুগীয় সতোপ্রধান থেকে পুনরায় কলিযুগীয় তমোপ্রধানে অবশ্যই আসতে হবে। তারও টাইম দেওয়া হয়ে থাকে। মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় এও বুঝবার মতন কথা। মানুষ তো বুঝতে পারেনা তবেই তো বাবা বলেন, তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি বলে দিই। বাবা বোঝেন রে ড্রামা অনুসারে অবশ্যই সবকিছু ভুলে যাবে।

এখন এ হলো সঙ্গমযুগ। দুনিয়া তো বলে কলিযুগ এখনো ছোট বাচ্চা। একে বলা হয় অজ্ঞানতা, ঘোর অন্ধকার। যেমন ড্রামার অ্যাক্টর্সদের জানা থাকে যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে দশ মিনিট বাকি আছে, এও হল চৈতন্য ড্রামা। এ কখন সম্পূর্ণ হয়, মানুষ তা জানে না। মানুষ তো ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বাবা বলেন গুরু-গোঁসাই, বেদ-শাস্ত্র, জপ-তপ ইত্যাদির দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। এ'সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমি নিজের সময় অনুসারেই আসি। যখন রাতকে দিনে পরিণত করতে হয় অথবা অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপনা করতে হয়। যখন সৃষ্টি চক্র সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমি স্বর্গের স্থাপনা করবো। তৎক্ষণাৎ রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। তোমরা জানো আমরা পুনরায় কোনো রাজাদের কাছে জন্ম নিয়ে থাকি তারপর ধীরে ধীরে নতুন দুনিয়া তৈরী হয়ে যায়। সব কিছু নতুন তৈরি করতে হয়। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মায় পড়াশোনার সংস্কার বা কর্ম করার সংস্কার থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের আত্ম-অভিমানী হওয়া উচিত। সকল মানুষই হলো দেহ-অভিমানী। যখন আত্ম-অভিমানী হবে, তখনই পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারবে। সর্বপ্রথমে হলোও আত্ম-অভিমানী হওয়ার কথা। সকলেই বলেও থাকে যে আমরা হলাম জীব আত্মা। এও বলে থাকে আত্মা হলো অবিনাশী, এই শরীর হলো বিনাশী। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে থাকে। এতকিছু বলেও কিন্তু সেই অনুযায়ী চলে না। এখন তোমরা জানো যে আত্মা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসে, এর মধ্যে অবিনাশী পার্ট রয়েছে। এ'কথা বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। পুনর্জন্ম নিয়ে থাকে। ড্রামা তো হুবহু রিপিট হয়। তারপর খ্রাইস্ট ইত্যাদি

সকলকে আসতে হবে, নিজের নিজের সময় অনুসারে এসে ধর্ম স্থাপন করে থাকে। তোমাদের এখন এ হলো সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণদের ধর্ম। ওরা হলো পূজারী ব্রাহ্মণ, তোমরা হলে পূজ্য। তোমরা কখনো পূজা করবে না। মানুষ তো পূজা করবে। তাহলে বাবা বুঝিয়ে থাকেন এ হলো কত উচ্চ পড়াশোনা। কত ধারণা করতে হয়। বিস্তারিতভাবে ধারণা করে নম্বরের ক্রমানুসারে। সংক্ষেপে তো বোঝে যে বাবা হলেন রচয়িতা আর এ হলো ওঁনার রচনা। আচ্ছা, এ তো বোঝ, তাই না! যে বাবা আছেন। বাবাকে তো সব ভক্তই স্মরণ করে থাকে। ভক্তও আছে, বাচ্চাও আছে। ভক্ত বাবা বলে ডাকে। যদি ভক্তই ভগবান হয় তাহলে পুনরায় বাবা বলে কাকে ডাকে। এও বোঝেনা। নিজেকে ভগবান মনে করে বসে পড়ে। বাবা বলেন -- ড্রামা অনুসারে যখন এমন অবস্থা হয়ে যায়, ভারত একদমই শেষ খাতায় চলে যায় তখন বাবা আসেন। ভারত যখন পুরোনো হয় তখনই পুনরায় নতুন করে নির্মিত হবে। নতুন ভারত যখন ছিল তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না। তাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন হলো পুরোনো ভারত, একে নরক বলা হবে। ওখানে ছিল পূজ্য, এখন হলো পূজারী। পূজ্য এবং পূজারীর অন্তর তো বলে দেওয়া হয়েছে। আমরাই আত্মা তথা পূজ্য, তারপর আমরাই আত্মা তথা পূজারী। আমরাই জ্ঞানী আত্মা, আমরা আত্মারাই পূজারী আত্মা। 'আপনিই পূজ্য, আপনিই পূজারী' --ভগবানের উদ্দেশ্যে এমন বলা হবে না, লক্ষ্মীনারায়ণ-কে বলবে। তাহলে এ'কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত যে তাঁরা কিভাবে পূজ্য তারপর পূজারী হয়?

বাবা বলেন কল্প-পূর্বেও আমি এমনভাবেই জ্ঞান প্রদান করেছিলাম, প্রতি কল্পে দিয়ে থাকি। আমি আসিই কল্পের সঙ্গমযুগে। আমার নামই হলো পতিত-পাবন। যখন সমগ্র দুনিয়া পতিত হয়ে যায় তখন আমি আসি। দেখো, এ হলো বৃক্ষ, এখানে ব্রহ্মা উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রথমে শুরুতে দেখানো হয়। এখন সর্বশেষে রয়েছেন। যেভাবে ব্রহ্মা পরে প্রত্যক্ষ হয়েছেন তেমনভাবে উনি পরেও আসবেন। যেমন খ্রাইস্ট আছেন পুনরায় তিনি পরে আসবেন। কিন্তু আমরা পরে অর্থাৎ শাখার অন্তে ওঁনার চিত্র রাখতে পারি না, বোঝাতে পারি। যেমন এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনাকার হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, এখন বৃক্ষের শেষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। খ্রাইস্টও হলেন খ্রিস্টান ধর্মের প্রজাপিতা, তাই না ! যেমন ইনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা তেমনই উনি হলেন প্রজাপিতা খ্রাইস্ট, প্রজাপিতা বুদ্ধ.... এনারা সকলেই হলেন ধর্মের স্থাপনাকার। সন্ন্যাসীদের হলো শঙ্করাচার্য, ওনাকেই পিতা বলবে। ওরা গুরু বলে থাকে। তারা বলবে আমাদের গুরু শঙ্কর ছিল শংকরাচার্য। তাহলে এই যে শাখার প্রথমেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনিই পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে করতে শেষে আসেন। এখন সকলেই তমোপ্রধান স্টেজে রয়েছে। এ'কথাও এসে বুঝবে। পরে সালাম করতে আসবে অবশ্যই। তাদেরও বলবে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো অসীম জগতের বাবা সকল এর উদ্দেশ্যে বলেন দেহ-সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করো। এই জ্ঞান প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যেই। সকলের ধর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে, জ্ঞানের ধারণা করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। যে যতখানি জ্ঞান গ্রহণ করেছিল, ততখানি অবশ্যই এসে নেবে।

বাচ্চারা, তোমাদের কত গর্ব হওয়া উচিত -- আমরা হলাম বিশ্বের রচয়িতা বাবার সন্তান; বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন, রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কত সহজ কথা। কিন্তু চলতে চলতে সামান্য কথায় সংশয় চলে আসে। একেই মায়ার তুফান বা পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে। এ'কথা তো বাবা বলেই থাকেন যে গৃহস্থী জীবনে থাকতে হবে। সকলকে ঘর-পরিবার ছাড়িয়ে দিলে তখন সকলেই এখানে এসে বসে পড়বে। (গৃহস্থ) ব্যবহারেও উত্তীর্ণ হতে হবে। তারপর সময় অনুসারে সার্ভিসে করতে থাকবে। যারা কাজকর্মাদি ছেড়ে দিয়েছে তাদেরকে পুনরায় সার্ভিসে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তখন কেউ কেউ বিগড়ে যায়। কেউ তো মনে করে শ্রীমতেই কল্যাণ রয়েছে। শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতেই হবে। ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে আবার অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়। বাবা প্রতিটি বিষয়েই কল্যাণকারী। মায়া অত্যন্ত চঞ্চল। অনেকেই আছে যারা মনে করে এরকমভাবে থাকার চেয়ে তো কোনো কাজকর্ম ইত্যাদি করি, কেউ মনে করে বিয়ে করি। বুদ্ধি চক্কর খেতে থাকে। এই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কেউ তো বাবার কাছে গ্যারান্টি করে আমরা শ্রীমত অনুসারে অবশ্যই চলবো। ও'টা হলো আসুরীয় মৎ, এ হলো ঈশ্বরীয় মৎ। আসুরীয় মতানুসারে চলার কারণে অনেক কড়া সাজা ভোগ করে। ওরা আবার গরুড় পুরাণে ভয় দেখানোর মনোরঞ্জক কথা লিখে দিয়েছে, যাতে বেশি পাপ না করে। কিন্তু তবুও থোড়াই শোধরায় ! এ'সব কথা বাবা বুঝিয়ে থাকেন। জ্ঞানের সাগর কোনো মানুষ হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল বাবা বোঝাচ্ছেন। যে বোঝে সে পুনরায় বোঝায়, বলে এ হলো সঠিক কথা, আমরা আবার আসবো। তারপর প্রদর্শনীর থেকে বাইরে বেরোয় আর শেষ। হ্যাঁ, কোনো ২-৩ জনও যদি বেরোয় তাও ভালো, প্রজা তো অনেক তৈরি হতে থাকে। উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য কেউ মুশকিলই বেরোয়। রাজা-রানীর এক-দু'টি সন্তান হবে। তাদেরকে রাজকুলের বলা হবে। প্রজা তো কত অগণিত হয়ে থাকে। প্রজা তো ঝট করেই হয়ে যায়। রাজা কি থোড়াই হয় ! ১৬১০৮ ত্রেতার শেষে গিয়ে হয়। প্রজা তো কোটি কোটি হবে। এ'কথা বোঝার জন্য বড় বিশাল বুদ্ধি চাই। আমরা পারলৌকিক বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবার আদেশ হলো আমায় স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। মন্মনাভব আর

মধ্যাজী ভব। স্বর্গ হলো বিষ্ণুপুরী আর এ হলো রাবণপুরী। শান্তিধাম, সুখধাম আর দুঃখধাম -- এ'কথা বাবা বুঝিয়ে থাকেন। বাবাকে স্মরণ করলে অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। মনে করো ভক্তি মার্গে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে কিন্তু এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণপুরীতে পৌঁছে যাবে। না, ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণপুরীতে গিয়ে রাস ইত্যাদি করে ফিরবে। এ হলো নৌধা ভক্তির প্রভাব, যারফলে তাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, মনোকামনা পূর্ণ হয়। এছাড়া সত্যযুগ তো হলো সত্যযুগই। ওখানে যাওয়ার জন্য আবার নৌধা পড়াশোনা চাই, নৌধা ভক্তি নয়। পড়তে থাকো, মুরলী অবশ্যই পড়া উচিত। সেন্টারে অবশ্যই যেতে হবে। নাহলে মুরলী নিয়ে ঘরে অবশ্যই পড়ো। কাউকে বলা হয় সেন্টারে যাও, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা। সকলের জন্য এক কথা হতে পারে না। এমন নয় যে বাবা বলেন দৃষ্টি দিয়ে খাও ব্যস, কিন্তু বাবা বলেন -- নিরুপায় অবস্থায় আর কিছু না করতে পারলে তখন দৃষ্টি দিয়ে খাও। এছাড়া সকলের জন্য বাবা থোড়াই বলবেন ! যেমন বাবা কাউকে বলেন বায়োস্কোপে (সিনেমা) অবশ্যই যাও। কিন্তু তা সকলের জন্য নয়। কারোর সাথে যেতে হয় তখন তাকেও জ্ঞান দিতে হবে। ও'টা হলো পার্থিব(হদের) জগতের নাটক, এ হলো অসীম জগতের নাটক। তাহলে সার্ভিস করতে হবে। এমন নয় কেবল দেখার জন্য যেতে হবে। শ্মশানে গিয়েও সার্ভিস করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার প্রতিটি কথায় কল্যাণ রয়েছে এটা মনে করে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে চলতে হবে, কখনোই সংশয়ে আসা উচিত নয়। শ্রীমৎ-কে যথার্থ রীতি অনুযায়ী বুঝতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।ড্রামায় প্রত্যেক অ্যাক্টরের অনাদি পার্ট রয়েছে সেইজন্য সাক্ষী হয়ে দেখার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ- সর্বদা সুরক্ষারেখার ভিতর পরমাত্ম ছত্রছায়ার অনুভবকারী মায়াজীত ভব

"বাবা আর তুমি (বাপ ঔর আপ)" -- এ'টাই হলো সুরক্ষা রেখা, এই রেখাই হলো পরমাত্ম ছত্রছায়া। যে এই ছত্রছায়ার রেখার ভিতরে রয়েছে, তার কাছে মায়া আসার সাহসও করতে পারে না। তারপর পরিশ্রম কি, বাধা কি, বিঘ্ন কি -- এই শব্দগুলি সম্বন্ধে অবিদ্যা হয়ে যাবে। সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে, বাবার হৃদয়ে সমাহিত থাকবে। এ'টাই হলো সবচেয়ে সহজ এবং তীব্রগতিতে যাওয়ার অথবা মায়াজীত হওয়ার পুরুষার্থ।

স্লোগানঃ- দিব্যগুণের সর্ব অলংকারগুলির দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে থাকো তাহলে অহংকার আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;